Khabor Dot Kom

মার্কিন মূল্লকে ক্রিকেট আর মার্কিন রাস্ট্রপতিদের ক্রিকেট চর্চা...

আনোয়ার ইকবাল

২১শে এপ্রিল, ২০০৯। পোর্ট অফ স্পেন, ত্রিনিদাদ। প্রেসিডেন্ট ওবামা গিয়েছেন পঞ্চম আমেরিকা শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে। ত্রিনিদাদ হিলটনে'র লবীতে ঢোকার ঠিক আগে আগে, তার একজন এইড ছুটে এসে চীফ অফ স্টাফ এর কানে কানে কিছু একটা বললেন। চীফ অফ স্টাফ রাম ইমানুয়েল দুই পা পিছিয়ে এসে প্রেসিডেন্ট ওবামাকে মৃদু স্বরে কিছু বলতেই ঝকঝকে হাসিতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। "অবশ্যই।"

প্রশস্ত লবী'র দুধারে সারি সারি মানুষ। বেশির ভাগই প্রেসিডেন্টে'র নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্য, খুব অল্প কিছু ভাগ্যবান দর্শক আর বেশ কিছু স্থানীয় কর্মকর্তা। ওবামা লবীতে ঢুকতেই, সারি ভেঙ্গে সুঠাম গঠনের একজন খুব সুদর্শন মানুষ বেরিয়ে এলো। প্রেসিডেন্ট ওবামা'র মতই তার গায়ের রঙ ঘণ কৃষ্ণ বর্ণ। ওবামা আজ পরেছেন নেভী ব্লু রঙের স্যুট, সাদা সার্ট, লালের মাঝে নীল ডোরা কাটা টাই আর চকচকে কালো জুতো। হাটতে হাটতে যে মানুষটা তার মুখোমুখি এসে দাড়িয়েছেন, তার পরনেও ঘন নীল স্যুট, সাদা সার্ট, কালো জুতো। গলাতে বাঁধা রুপালী টাইটা ছাড়া পোশাক, শারীরিক গঠন আর উচ্চতায় একটু দূর থেকেই দুজনকে খুব সহজে আলাদা করা যাবে না। ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে দাড়ালেন। পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলেন ওবামা'র মুখোমুখি দাঁড়ানো আগন্তুকের সাথে। হাসিভরা মুখে ওবামা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর সেই হাত নামিয়ে তার লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো মেলে ধরে বাড়িয়ে দিলেন আগন্তুকের দিকে। ক্রিকেটের এই 'মাইকেল জর্ডান' এর পরিচয় আমি জানি। "ব্রায়ান লারা, আপনি কেমন আছেন?"

"মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনার সাথে দেখা হওয়া আর এই কথা বলা আমার জন্য এক বিশাল সৌভাগ্যের ব্যাপার। আপনার জন্য আমার ছোট একটি উপহার" পাশ থেকে একজন ব্রায়ান লারাকে কাগজে মোড়ান একটি ব্যাট ধরিয়ে দিল। দুহাতে ধরে খুব সাবধানে প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দিলেন তার উপহার। বারাক ওবামাও হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন সেই উপহার, এক টানে খুলে ফেললেন কাগজের মোড়ক। ব্রায়ান লারা সিগনেচার সিরিজের একটি ব্যাট। লারা'র স্বাক্ষর করা এই ব্যাটটিতে লারা ইংরেজিতে যা লিখেছেন তার সহজ বাংলা অনুবাদ, " মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, বারাক ওবামাকে, টি এন্ড টি (ত্রিনিদাদ ও টোবাগো) তে তার পদার্পণের জন্য কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা।"

মৌখিক ধন্যবাদান্তে, লারা বিদায় নিতে যেতেই, ওবামা বললেন, উহু, আপনাকে তো এত সহজে ছাড়া যাবেনা। এই যে জিনিসটা ধরিয়ে দিলেন, এটা কি ভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা না দেখিয়ে দিলে আমি কি ভাবে খেলব? লারা এদিক ওদিক তাকালেন একটু ফাকা জায়গার জন্য। লবী'র বাইরে হোটেলের পেছন দিকে সুপ্রশস্ত বারান্দা। লারা ওবামাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন দরজা পেরিয়ে। "মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি ঠিক বেসবল ব্যাট ধরার মত করে এই ব্যাটটি ধরুন।" তারপর লারা দেখেলেন কি করে সুইং আর কিভাবে হুক করতে হয়। ব্যাট হাতে ওবামাকেও খুব সচ্ছন্দ দেখাচ্ছিল। ব্যাটিং এর সবগুলো কৌশল মকস করে ওবামা লারাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। হোটেল কতৃপক্ষ এই ঘটনাকে স্মরনীয় করে রাখতে ওদের এই টানা বারান্দার নাম দিলেন "ওবামা টেরেস"।

মার্চ ৪, ২০০৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুতাবাস প্রাঙ্গন, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান। পাকিস্তান সফররত জর্জ বুশ কে ক্রিকেট নামের খেলাটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে এসেছেন ইনযামামুল হক আর সালমান বাট। সাথে একদল স্কুলের ছেলেমেয়ে। জর্জ বুশকে পাকিস্তানি ক্রিকেট তারকারা ধিরে ধিরে বুঝিয়ে দিলেন খেলার মুল নিয়ম কানুন। তারপর ছেলেমেয়েরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। এক দলে বুশ সাথে আরো দশ জন ছেলেমেয়ে। অন্য দলে স্কুলের এগারো জন ছেলে মেয়ে। প্রথম ব্যাটিং, জর্জ বুশ একাদশ। ওপেনিং ব্যাটসম্যান বুশ নিজেই। প্রথম বল। বেস বল খেলার মত করে ব্যাট চালালেন বুশ। পরিস্কার বোল্ড আউট। জর্জ বুশ কিছুই বুঝতে পারেননি। বেস বলের নিয়মে ভেবেছেন, তিন বার আউট হলে তবেই না আউট (থ্রী স্টাইক এন্ড আউট)। শুরুতেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন ব্যাটিং বিপর্যয়ে, ইনযামামুল হক কিছুটা বিব্রত হয়ে, আবার তাকে নুতন করে নিয়ম কানুন বুঝিয়ে দিলেন। নিয়ম না বোঝার অজুহাতে, বুশকে দেয়া হলো আবার ব্যাটিং এর সুযোগ। পরের বল এলো বাউন্সার। সোজা এসে আঘাত করল বুশের বাম কাধে। যদিও টেনিস বল, ইনযামামুল হক আর সালমান বাট ছুতে এলেন। "স্যার, কিছু হয়নিতো।" বুশ তার সিগনেচার হাসি (হে...হে...) দিয়ে বললেন, না একটুও না। এবার সালমান বাট তাকে দেখিয়ে দিলেন, বাউন্সার এলে কিভাবে "ডাক" করতে হয়। ইনযামামুল বোলারকে ইশারা করলেন আর বাউন্সার না দিতে। কিন্তু জর্জ বুশ চাইলেন আবার বাউন্সার। বললেন, আমাকে একটু "ডাক" প্র্যাক্টিস করতে দিন। পরের বলে এলো

বাউন্সার, এবার বুশও প্রস্তুত। চমতকার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে ঘাড় নুঁইয়ে পার বলটা পার করে দিলেন উইকেটের পেছনে। জর্জ বুশের দলের প্রথম রান এলো “ওয়াইড” থেকে। হাসি খুশি বুশ কে দেখে মনে হচ্ছিলো তিনি খুব করে উপভোগ করছিলেন এই খেলা। সত্যি তা উপভোগ ছিল নাকি শুধুমাত্র এটা তার সামাজিক ভদ্রতার প্রকাশ ছিল, তা বলা মুশকিল। তবে ২০০৮ সালে যখন ইরাকে এক সাহসী সাংবাদিক তাকে জুতা ছুড়ে মেরেছিল, পাকিস্তানি ক্রিকেট দলের থেকে শেখা এই “ডাক” তখন সত্যি ভাল কাজে এসেছিল।

ক্রিকেট বিল ক্লিন্টনকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হয়ে শিখতে হয়নি। তরুণ বিল ইংলান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালিন সময়ে বহুবার ব্যাট হাতে তুলে নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। তবে ব্যাটে কিংবা বলে কারুকার্য্য দেখাবার সুযোগ হয়তো তার তেমন হয়নি। হয়তো এ নিয়ে তার মনে কিছুটা দুঃখ ছিল। আর সেই দুঃখ ভুলিয়ে দিতে, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী জন মেজর তাকে উপহার দিয়েছিলেন ক্রিকেট নিয়ে লেখা অটোগ্রাফ করা বই “মোর দেন এ

Khabor Dot Kom

গেম”। পরে আবার একবার তিনি বিল ক্লিন্টন কে উপহার দিলেন ‘সারে কাউন্টি’র ক্যাপ এবং তিনটি ছাতা। জন মেজর কিন্তুঅনেক চেষ্টা করেও সিনিয়র বুশ কে ক্রিকেট এ উতসাহিত করতে পারেননি। মেজর এর ভাষায়, “ জর্জ বুশ সিনিয়রকে আমি বহু কষ্ট করে ক্রিকেট নিয়ম কানুন বুঝিয়ে শেষমেষ যখন বললাম এই খেলা কখনো কখনো পাঁচ দিন ধরে চলে, তার চোখে সাথে সাথে কেমন যেন একরকমের নৃস্প্রিহ ভাব নেমে এলো।“

সাম্প্রতিক এইসব রাষ্ট্রপতিদের ক্রিকেট অভিজ্ঞতা হয়তো ক্রিকেট প্রেমী দেশগুলোকে খুশী করার জন্য শুধুমাত্র একধরনের সামাজিকতা বৈ অন্য কিছু না। তবে এই সাজানো ক্রিকেট অনুরাগের বহু বহু যুগ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরা সত্যি সত্যি ক্রিকেটকে ভালবেসে গেছেন। তাদের এই ভালবাসা কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে। এই দেশের ইতিহাস যাকে দিয়ে শুরু, সেই জর্জ ওয়াশিংটন ক্রিকেটের হাতেখড়ি নেন ১৭৫৩ সালে জেনারেল ব্র্যাডোক এর কাছ থেকে। লিপিবদ্ধ ইতিহাস থেকে জানা যায়, জেনারেল ব্র্যাডোক ওই সময় ফোর্ট ডুকুশনেতে (এখন আমরা যাকে পিটসবার্গ বলে জানি) ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করেন। তেইশ বছর বয়েসি মেজর জর্জ ওয়াশিংটন তখন জেনারেলের এ ডি সি। ক্যাম্প স্থাপনের পরপরই জেনারেল তার এডিসি কে ডেকে বললেন সেনাবাহিনীর সদস্যদের দিয়ে ক্যাম্পের পাশে জঙ্গল পরিস্কার করে ক্রিকেটের পীচ তৈরি করতে। শোনা যায়, এই পীচ তৈরি করতে তিনি জাহাজে করে সাথে ভারি একটি রোলার নিয়ে এসেছিলেন। সেই জর্জ ওয়াশিংটনের প্রথম পরিচয় ক্রিকেটের সাথে। পরবর্ত্তি কালে যখন জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার স্বাধিনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে ব্রিটিশদের সাথে লড়ছিলেন, ব্রিটিশ এই খেলাটির প্রতি তার অনুরাগ একটুও কমেনি। ১৭৭৮ সালে ভ্যালী ফর্জ এলাকার দুর্দান্ত শীতে কাবু হওয়া তার সেনাবাহিনী’র ভেঙ্গে পড়া মনোবলকে চাঙ্গা করতে তিনি তাদের সাথে মেতে উঠতেন ক্রিকেট খেলায়। ১৭৭৮ সালের মে মাসের ৪ তারিখে এমনি এক খেলার বিবরন পাওয়া যায় সেদিনের ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট জর্জ ইউইং এর লেখা ডায়েরিতে, -“আজ এই দিনে, হিজ এক্সেলেন্সি (জর্জ ওয়াশিংটন) জেনারেল নক্স এর সাথে নৈশভোজ সারিলেন। নৈশভোজের পরে তিনি আমাদের সাথে উইকেটে খেলিয়া আমাদের সম্মানিত করিলেন।“ জর্জ ওয়াশিংটনের ক্রিকেট খেলা মার্কিনীরা ভুলেনি। ১৯৯৩ সালের গ্রীস্মকালে মার্কিন সেনাবাহিনী, ‘ওয়েন্স উড’ এ মেমোরিয়াল আর্চ এর পাশে তারই স্মরনে তাই আয়োজন করেছিল একটি স্মৃতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।

সেই সময়ে ওয়াশিংটনের সমসাময়িক আর কোন কোন প্রেসিডেন্ট আর কোন ‘ফাউন্ডিং ফাদার’ ক্রিকেট খেলেছেন আমি জানিনা। তবে, ইতিহাস ঘেটে দেখা যায়, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (আমেরিকা’র ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট) ১৭৫৪ সালে আমেরিকাতে ক্রিকেটের নিয়ম কানুনকে সঠিক ব্যাকরনে নিয়ে আসার জন্য ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসেন ক্রিকেটের

১৭৪৪ সালে প্রকাশিত আইনের বই যা 'লন্ডন মেথোড' নামে তখন পরিচিত ছিল। বিশ্বাষ হতে না চাইলেও এ সত্যি যে, বেসবল পাগল এই মার্কিন মুলুকে, বেসবলের আনুষ্ঠানিক নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠার ঠিক একশো বছর আগে এই দেশে ক্রিকেটের আনুষ্ঠানিক নিয়ম স্থাপন হয়েছিল। থমাস জেফারসন (আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট) তার সাবালক বয়সে কতটুকু ক্রিকেট চর্চা করেছেন তার বিষদ বিবরন অনেক ঘাটাঘাটি করে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে তার বালক বয়সে তিনি তার পিতামহের (তার নামও ছিল থমাস জেফারসন) সাথে যে নিয়মিত ক্রিকেট খেলতেন তার বিবরণী অনেকেই লিখে গেছেন।

আমেরিকার এইসব "প্রতিষ্ঠাতা পিতা"দের ক্রিকেট সাংস্পর্শ তাদের মহাপ্রয়ানের সাথে সাথে কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার অনেক বছর পরে ১৮৫৯ সালে শিকাগো শহরের প্রান্তে, মিলওয়াকি আর শিকাগো'র মধ্যে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলায় দর্শকের মাঝে সারাদিন ধরে বসে খেলা দেখতে দেখা যেত আব্রাহাম লিঙ্কনকে।

ক্রিকেট নাকি রাজা রাজড়ার খেলা। জর্জ ওয়াশিংটন, থমাস জেফারসন, প্রমুখ; খুব বড় ধরনের জমিদার ছিলেন। রাজাদের খেলা যে তারা খেলবেন সেটাইতো স্বাভাবিক। আজকালকার আমেরিকার প্রেসিডেন্টরাও রাজা রাজড়ার চেয়ে কম কিসে, অতএব তারাও যে ক্রিকেট নেড়েচেড়ে দেখবেন এর মধ্যেও অবাক হবার কিছু নেই। আর একই যুক্তিতে ক্রিকেট সাধারন মার্কিনীদের নাগালের বাইরে থাকবে আর তারা ক্রিকেটের কিছু বুঝবে না, সেটাও মেনে নেয়া যায়। আসলে রাজার খেলা বলে যে এ এক ধরাছোয়ার বাইরের জগত অমন কোন বিদ্বেষ থেকে ওদের এই ক্রিকেট অনীহার জন্ম হয় নি। বেসবল, ফুটবল আর বাস্কেটবল নিয়ে মেতে থাকা সাধারন মার্কিনীরা আসলেও আজকাল এই খেলার কিছুই বোঝে না।গত দুশো বছরের ক্রিকেট ইতিহাস ঘাটলে কিন্তু এই চিত্র মেনে নেয়া কঠিন মনে হতে পারে। সন্দেহবানরা হয়তো মানতে চাইবেন না, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে ক্রিকেটের জন্মস্থান ইংল্যান্ডকে বাদ দিলে, অন্য সব দেশের আগে প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিকেট এই মার্কিন মুলুকেই শুরু হয়েছিল। যাদুঘর বা আর্কাইভে সংরক্ষিত পত্রিকা ঘাটলে দেখা যায়, আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে খেলার পাতায় নিয়মিত ক্রিকেট খেলার খবর প্রকাশিত হতো। ১৭৩৯ সালে প্রকাশিত নিউ ইয়র্ক এর সংবাদপত্রে দেখা যেত ক্রিকেট খেলোয়াড় চেয়ে বিজ্ঞাপণ। ১৭৫১ সালে নিউ ইয়র্কের ফুল্টন ফিস মার্কেটে অনুষ্ঠিত লন্ডন একাদশ আর নিউ ইয়র্ক একাদশের ক্রিকেট খেলার খবর সেই সময় 'নিউ ইয়র্ক উইকলি গেজেট' আর 'পোষ্ট বয়' এর পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়ে আর তিরিশ স্ট্রীটে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। একই সময় নিউ ইয়র্ক ক্রিকেট ক্লাব সারা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ক্রিকেট ক্লাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৪৪ সালে এই ক্লাব নাম পালটে হয় সেইন্ট জর্জে'স ক্লাব। আজকে যেখানে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টার, সেখানে ছিল তাদের নিজস্ব ক্রিকেট মাঠ যা ওই সময় ব্লুমিংডেল পার্ক নামে পরিচিত ছিল। কানাডা জাতীয় একাদশ আর যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় একাদশের মধ্যে ১৮৪৪ সালের ৪ এবং ৫ই মে এই মাঠে অনুষ্ঠিত হয় একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ইতিহাসবিদরা মনে করেন আধুনিক বিশ্বে এটাই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এথেন্সে প্রথম আধুনিক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল আরো বাহান্ন বছর পরে, ১৮৯৬ সালে। যুক্তরাষ্ট্রে উনিশ শতকের মাঝামাঝি ক্রিকেট কত জনপ্রিয় ছিল, তার প্রমান পাওয়া যায় ১৮৫৮ সালের ১১ নভেম্বরের নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এই খবরটি থেকে; "ম্যানহাটান এর

সেন্ট্রাল পার্ক এর নির্মানকাজ সুন্দর ভাবে আগাইয়া চলিয়াছে। দক্ষিন প্রান্তে 'গ্র্যান্ড প্রমেনেইড" বা 'ক্যাথেড্রাল ওয়াক' স্থান নির্দিস্ট করা হইয়াছে। 'ক্যাথেড্রাল ওয়াক' এর পশ্চিম প্রান্তে বেসবল এবং ক্রিকেট মাঠ, যেহেতু জনগনের নিকট এর গুরুত্ব সবচাইতে বেশি, এই কাজ প্রাধান্য দিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে। এই এলাকাতে মাঠ সমতল করা হইয়াছে এবং খুব শীঘ্রই এইখানে ঘাষ লাগানো হইবে। পার্কের এই অংশ, যাহা প্রায় ১৪ একর সমপরিমান, তাহা আগামী বসন্তের মধ্যেই তৈরি হইবে।" এই ক্রিকেট মাঠটি ১৮৬৫ সালে সম্পুর্ন হয় এবং সেইন্ট জর্জে'স ক্লাব এখানে পরবর্তি এক যুগ ধরে ক্রিকেট খেলে। তারপর ক্রিকেট ধিরে ধিরে বেসবলের কাছে হারাতে থাকে তার জনপ্রিয়তা। আর বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই মাঠের মত ক্রিকেট মোটামুটি হারিয়েই যায় এদেশের ক্রীড়াঙ্গন থেকে।

তাই বলে যুক্তরাস্ট্রে ক্রিকেট কখনোই একেবারে নিশ্চিহ্ন হতে পারেনি । অভিবাসীদের এই দেশে বার বার ওরাই ফিরিয়ে নিয়ে এনেছে এই খেলাটিকে। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র আইসিসি'র সহযোগি সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি পেয়েছিল। কানাডা কিন্তু তারও তিন বছর পরে এই সম্মান পায়। ইউ এস ক্রিকেট এসোসিয়েশনের হিসেব মতে এই দেশে এখন এক লক্ষের চেয়ে বেশি লোক নিয়মিত ক্রিকেট খেলে থাকে। নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন শহরে লীগ পদ্ধতিতে ক্রিকেট খেলা হয়। নিউ ইয়র্কে পাবলিক স্কুল এথলেটিক লীগে রিতিমত একজন ক্রিকেট কমিশনার রয়েছেন। ২০০৯ সালে তার হিসেব মত শুধু নিউ ইয়র্ক শহরের স্কুল গুলিতেই চব্বিশটি ক্রিকেট দল আছে। এমন দিন হয়তো শিঘ্রী আসবে যখন টাইগারদের জন্য শুধ্য নয়, টেলিভিসনের সেট ঘিরে আমরা আমেরিকা প্রবাশীরা ঈগলদের জন্যও গলা ফাটিয়ে চিতকার করব।

এশবার্ন, ভার্জিনিয়া থেকে